DEC 31 2001

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এই দেশ এই সময়

প্রধানমন্ত্রীকে সাধুবাদ ❑ শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষকদের রাজনীতি করা যেমন কাম্য নয় ❑ ছাত্র রাজনীতিও স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ করা আজ সময়ের দাবী

ডঃ আফতাব আহমাদ ॥ গত ২৮ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে কম্পিউটার ও তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ে চতুর্থ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন, 'শিক্ষকরা রাজনীতিতে জড়ালে আমাদেরকে কঠোর হতে হবে।' (দৈনিক মাতৃভূমি, ২৯ ডিসেম্বর, ২০০১ দ্রঃ)। প্রধান অতিথি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী 'রাব্বী যিদনী ইলমা' উচ্চারণ করে কম্পিউটার ও তথ্য-প্রযুক্তির আন্তর্জাতিক সম্মেলনটির শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। সমাজমনস্ক ও জীবনবোধ সম্পন্ন সকল মানুষের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে আমি এজন্য আন্তরিক সাধুবাদ জানাই। একদা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে যারা 'মক্কা' বিশ্ববিদ্যালয় ও 'ফক্কা' বিশ্ববিদ্যালয় বলে ব্যাঙ্গ-বিদ্রূপ করার হীনতা ও নীচতা দেখিয়েছিল তাদের মুখে ছাই দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আপন মহিমায় বিশ্বের শিক্ষায়তনসমূহের মধ্যে এক অনন্য স্থান করে নিয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম না হলে আজকের বাংলাদেশের বিকাশমান মধ্যবিত্ত বিদ্যা, শিক্ষা, জ্ঞান ও মননের ক্ষেত্রে দৈন্যদশাতেই থেকে যেত। ঢাকা

১৪-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

এই দেশ এই সময়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মের ফলেই আমাদের স্বাজাত্যবোধের উন্মেষ ঘটেছিল, জাতির মেধা ও মননের উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল, বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের মার্জনা প্রার্থিতা বোধ ও গ্লানিবোধের অবসান ঘটেছিল। ২৩৪ বছরের স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের যে জন্ম সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ এর নেতৃত্বে ঘটেছিল, স্বাধীনতার সেই চেতনা যখন প্রায় লুপ্ত হতে বসেছিল, তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মের মধ্য দিয়ে তা সঞ্জীবিত হয়ে পুনর্জীবন লাভ করে। বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান এবং দরিদ্র ও নিঃস্ব জনসাধারণের মধ্যে রাষ্ট্রীয় আকাঙ্ক্ষার উন্মেষ ঘটায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। যুগপৎভাবে বিকাশ ঘটায় জাতির মেধা ও মননের। জ্ঞান বিজ্ঞান ও পাণ্ডিত্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি উৎকর্ষ বিদ্যাপীঠ হিসেবে যে ঈর্ষণীয় পরিচিতি অর্জন করে তা আমাদের জাতীয় গৌরব ও ঐতিহ্যকে নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ করেছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ও খ্যাতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল বহুমাত্রিক বিদ্বান ও পণ্ডিতজনদের অনন্য সাধারণ অর্জন ও জ্ঞানের স্ফুরণ। এক সময় এসব জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিগণের নাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমার্থক হয়ে উঠেছিল। আজ ঢাকা বিশ্ব [illegible]

নিবেদিতপ্রাণ মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে যদি আমরা দেখতে চাই, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বারোয়ারি ভোট ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে হবে। ১৯৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ রদ করে নতুন আইন প্রণয়ন করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মত একটি সর্বোচ্চ শিক্ষায়তন যে স্বায়ত্তশাসন ভোগ করতে পারে তা অত্যন্ত সীমিত ও আপেক্ষিক হতে বাধ্য। মেধা, প্রতিভা ও মননশীলতা বিকাশের জন্য যা অপরিহার্য তা হল বুদ্ধি চর্চা ও চিন্তার স্বাধীনতা। এর বেশী কিছু নয়। এর সঙ্গে প্রয়োজন শিক্ষকদের উচ্চতর পৃথক বেতন কাঠামো। বেগম বাজারের আলু ব্যাপারী আর সোয়ারী ঘাটের মাহিষ্যা দাস কিংবা সড়ক ও জনপথের ঠিকাদার যতই স্নাতক বা গ্র্যাজুয়েট হোক না কেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মত একটি জ্ঞানের পীঠস্থানে তার কোন ভূমিকা থাকতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নির্বাহী নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ছাত্রদেরও অনুরূপভাবে কোন ভূমিকা থাকতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট ও ছাত্র প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্তির বিধান শিক্ষার উৎকর্ষ ও জ্ঞান বিকাশের পরিবেশ বজায় রাখার পথে প্রধানতম অন্তরায়। এমনকি শিক্ষকদের যে সংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সিনেটে আসন লাভ করেন [illegible] শিক্ষকদের মধ্যে সুসম্প্রীতি বজায় রাখা [illegible]

করে দেয়ার বিকল্প আর কিছু নেই। বর্তমান প্রচলিত পঠন-পাঠন পদ্ধতিরও আমূল পরিবর্তন অত্যাবশ্যক। সেমিস্টার পদ্ধতির শিক্ষণ ব্যবস্থা যত দ্রুত চালু করা যায় ততই মঙ্গল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠান আইবিএ-তে সেমিস্টার পদ্ধতি চালু রয়েছে এবং সেখানে ছাত্রদের নোংরা রাজনীতিও নেই, সেশন জ্যামও নেই। দেশবাসীসহ সমাজের সকল স্তরের জনসাধারণকে এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে আজ উপলব্ধি করতে হবে কেবলমাত্র সেমিস্টার পদ্ধতির শিক্ষণ ব্যবস্থা ছাত্রদের নোংরা রাজনীতিকে নির্বাসনে পাঠাতে পারে। একই সঙ্গে হল কেন্দ্রিক ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ছাত্র সংসদেরও কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। প্রয়োজন ডিবেটিং সোসাইটির, প্রয়োজন স্পোর্টস সোসাইটির এবং প্রয়োজন সাহিত্য ও কৃষ্টি বিষয়ক সোসাইটির। এসব সোসাইটি আইনের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে গঠন করা হলে ছাত্রদের আর্থিক কেলেংকারির সঙ্গে যুক্ত হয়ে সন্ত্রাসমুখী হবার সম্ভাবনা যেমন থাকবে না, তেমনি নোংরা রাজনীতির সংহাররূপেরও উদ্ভব ঘটবে না।

সবশেষে আমি বলতে চাই যে, আসুন আমরা সকলে সস্তা বুলি ও জনতুষ্টিবাদী বচন পরিত্যাগ করে আমাদের আগামী প্রজন্ম এবং জাতির ভবিষ্যতের প্রশ্নে অধিকতর যত্নবান হই। একই সঙ্গে আমাদের কৃষ্টি, ঐতিহ্য, ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ এবং জীবনাচারের মূল স্রোতে অবগাহন করে যেন আমরা আমাদের পরিচয় প্রকাশে অপরাধবোধ কিংবা গ্লানিবোধের হীনমন্যতায় না ভুগি। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সৎসাহসের সঙ্গে যেভাবে 'রাব্বী যিদনী ইলমা' উচ্চারণ করে কম্পিউটার ও তথ্য-প্রযুক্তির আন্তর্জাতিক সম্মেলনটির শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেছেন, আসুন সেই একই সৎসাহস নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামে আমরা 'ইকরা বিসমে রাব্বীকা' কিংবা 'রাব্বী যিদনী ইলমা' প্রতিস্থাপন করি। ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বহু [illegible]ষিত ধনাঢ্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মনোগ্রামে ল্যাটিন ভাষায় বাইবেলের উদ্ধৃতি উৎকীর্ণ করা আছে। এতে সেসব দেশের জনসাধারণ কোন ধরনের অপরাধবোধ কিংবা গ্লানিবোধে ভোগে না। যদিও খৃস্টান জনসাধারণের বাইরে আরও অসংখ্য সংখ্যালঘিষ্ঠ অখৃস্টান জনসাধারণও এসব দেশে রয়েছে। তাই বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদেরও অতি প্রগতিশীল সাজার আকৃতি দেখিয়ে কাল্পনিক অপরাধবোধ ও গ্লানিবোধের প্রদর্শনীর মাধ্যমে হীনমন্যতার পরিচয় দেয়ার কোন যুক্তিই ধোপে টেকে না।